মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

“দক্ষ যুব গড়বে দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী,আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১ নভেম্বর) সকাল ১১টায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্যা র্যালী উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তরুণদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের মাধ্যমে যুবকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যুবসমাজ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি। যথাযথ প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তরুণেরা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রয়কের কার্যালয়ের সহকারী খাদ্য পরিদর্শক গিয়াস উদ্দিন এর সঞ্চালনায়,র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান,মেহেরপুর জেলা বিএনপির

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা,সুজন এর উপজেলা সভাপতি ওয়াজেদ আলী খাঁন, সুশান্তা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাধারণ সম্পাদিকা সাফিয়া শারমিন,ওয়াই পি এ জি এর কো অর্ডিনেটর রিয়াজ শেখ, আত্মকর্মী সফল যুবক আতিয়ার রহমান।

জাতীয় যুব দিবসের এ আয়োজনের মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং কর্মমুখী উদ্যোগে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার প্রত্যাশা করা হয়।

আলোচনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এলাকার যুবক ও যুবতীর এবং যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুর বাজারে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম

মেহেরপুরের বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম। কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মধ্যে। পাশাপাশি বাজারে মাছের সরবরাহও ভালো রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু মাছের দামও কমেছে। তবে পণ্যের দাম কমলেও আশানুরূপ বেচাকেনা না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় বাজারে লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। সরবরাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম। অন্যদিকে মাছের বাজারেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ত সরবরাহ দেখা গেছে।

বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, কচু ৪০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৩৫ টাকা, ঝিঙে ৩৫ টাকা, উচ্ছে ৮০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ৪৫ টাকা, ফুলকপি ২৫ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮ টাকা, রসুন ৭০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৫ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, আদা ১৭০ টাকা, আলু ১৭ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কলা ২৫ টাকা, লাউ ১৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ২৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৪০ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ২৫ টাকা, ঝিঙে ২৫ টাকা, উচ্ছে ৭০ টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৩০ টাকা, ফুলকপি ১৬ টাকা এবং মুলা ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা সেলিম মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ টাকা কমেছে। এখন বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে।

আরেক ক্রেতা রকিবুল ইসলাম বলেন, গত সপ্তাহে শিম কিনেছিলেন ৯০ টাকা কেজি দরে। আজ কিনেছেন ৪০ টাকা কেজি দরে। সব ধরনের সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আগের তুলনায় এখন অল্প টাকায় বেশি সবজি কেনা যাচ্ছে।

তবে সবজির দাম কমায় খুশি নন খুচরা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী জাব্বার বলেন, প্রতি সপ্তাহেই ২০ থেকে ৩০ টাকা করে সবজির দাম কমছে। এতে তাঁদের বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। আজ সারাদিনে মাত্র ৪০০ টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা ব্যবসায়ীরা সবজি বিক্রি করায় তাঁদের ক্রেতা কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এদিকে মাছের বাজারেও সরবরাহ ভালো রয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ২০০ টাকা, গ্লাসকার্প ৩০০ টাকা, কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩০০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ

১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, সিলভার কার্প ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকার্প ২৭০ টাকা, কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৬০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ক্রেতা ফয়সাল আহমেদ বলেন, কয়েক মাস ধরে মাছের দাম অনেক বেশি। তবে আজ গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা দাম কম মনে হচ্ছে। বাজারে সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, বর্তমানে বাজারে মাছের সরবরাহ বেশ ভালো। সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম কিছুটা কমেছে। তবে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা খুবই কম। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে তাঁদের বেচাকেনা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এদিকে বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা, ছাগির মাংস ৯০০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা ও লালস্বর্ণা চাল ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে শীতের আগমনে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করায় দাম কমেছে অধিকাংশ সবজির। এতে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে জামায়াতের অভিযোগের পর যুবদলের প্রতিবাদ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন ও টর্চার সেলের মতো গুরুতর অভিযোগে যুবদলের নাম জড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা যুবদল। সংগঠনটির দাবি, অভিযোগে উল্লেখ করা মিঠুন যুবদলের কোনো ইউনিটের কোনো পদে দায়িত্বশীল নন। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায় সংগঠন নেবে না।

গত শুক্রবার জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ উত্থাপনের এক দিন পর গতকাল শনিবার জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. কাওছার আলী স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

লিপিতে বলা হয়, যুবদলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস কিংবা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দায় প্রমাণ ছাড়া একটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। যুবদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দেওয়া থেকেও সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে জেলা যুবদল আরও দাবি করে, সংগঠনটি কোনো সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যুবদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

মেহেরপুরে এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয়

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে। জেলার ১৮টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩ হাজার ৫৯২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ হাজার ৪৫৭ জন। সে হিসাবে জেলায় গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ বছর জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ জন শিক্ষার্থী।

জেলার ফলাফলে সবচেয়ে ভালো করেছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। অন্যদিকে, মড়কা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থীর কেউই পাস করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শূন্য শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফলে পাসের হারে জেলার শীর্ষে রয়েছে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অন্যদিকে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

জেলার কলেজভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৭৪৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২০ জন জিপিএ-৫সহ ৪৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে ৬০ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৫ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ৫১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৪০ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে ২৮৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজন জিপিএ-৫সহ ৩৭ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪০ দশমিক ২২ শতাংশ। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ৪০৫ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ১৫০ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩৭ দশমিক ০৪ শতাংশ।

হতাশার মধ্যে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ পাসের হার এবং মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সাফল্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

গাংনীতে শেয়ালের কামড়ে আহত ১১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা ও মাইমারি গ্রামে শেয়ালের কামড়ে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের দিকে মাঠের মধ্য থেকে একটি শেয়াল লোকালয়ে প্রবেশ করে। এ সময় সামনে যাঁদের পেয়েছে, তাঁদের একের পর এক কামড়ে আহত করে শেয়ালটি।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সোহেল রানা জানান, শেয়ালের কামড়ে আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোয় মেহেরপুরে ইটভাটাকে ৫০ হাজার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা গতকাল ফেসবুকে দেখেছেন, আমাদের আরেক নেতা মাসুদ অরুণ বেগম খালেদা জিয়ার মাথায় মাথা রেখেছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, এআইয়ের মাধ্যমে তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন তিনি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান আরও বলেন, বিএনপি হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এই দলের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। গত ১৭ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্যে কোনো ভাটা পড়েনি। হিমালয় থেকে এক টুকরো বরফ খসে পড়লে যেমন হিমালয়ের বিশালত্ব কমে যায় না, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে বিএনপির শক্তি ও অবস্থান দুর্বল করা সম্ভব নয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীর সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

জিয়া পরিবারকে রক্ষা করতে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা সবাই ফেসবুক দেখেন। আমাদের এক নেতা মাসুদ অরুণ খালেদা জিয়ার কোলে মাথা রেখেছেন—এমন একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই এআইয়ের মাধ্যমেই তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে চায়।”

মেহেরপুরের হাসপাতালের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, “আমরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। যে গলা বা খাবার আপনার বাড়িতে ছাগল-গরুও খায় না, আপনারা নিজেরাও যে ডিম বা পাউরুটি ব্যবহার করেন না, সেই ডিম, পাউরুটি ও কলা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আপনার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আপনার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারা এসব সরবরাহ করছে, কারা ঠিকাদারি করছে, কারা ওষুধের ঠিকাদারি করছে, আপনারা সবই জেনেছেন।”

সারের ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ ফেসবুকে দেখলাম, মুজিবনগরে একটি গাড়ি সারসহ আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কলিম উদ্দিনের গোডাউন থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কলিম উদ্দিনের গোডাউনের লাইসেন্সও নাকি বিএনপির এক বড় নেতার। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে এসব লাইসেন্স করিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আওয়ামী লীগের সার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি সারের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি করেছি।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জানেন, সারের ডিলার নিয়োগের জন্য দুটি কমিটি রয়েছে। একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং অন্যটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি। এই কমিটিগুলোই নির্ধারণ করেছে কারা সারের ডিলার হবেন এবং কারা হবেন না। এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো বিষয় ছিল না। তাই আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।”

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল

ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ।

এ সময় বক্তব্য দেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু, জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম, রশিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম রকেট, রাজু আহমেদ রাজু, পলাশ ফরাজী, মিয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিপ্লব ও যুবদল নেতা লিয়াকত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে দলীয়করণ, হাসপাতালকেন্দ্রিক দালালচক্র, কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি এবং প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখা।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন। বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে ২২ জন সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন

তিনি।

বক্তব্যে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার ২২টি ডিলারশিপের তালিকা তুলে ধরে সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ডিলারশিপ না পাওয়ার অভিযোগও তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি নাজমুল হক লিটনের বরাত দিয়ে বলা হয়, তাঁর ছোট ভাই দীর্ঘদিন ধরে সার ও কীটনাশকের ব্যবসা করলেও ডিলারশিপ পাননি। অন্যদিকে কুতুবপুরে উপজেলা বিএনপির সভাপতির ভাই ডিলারশিপ পেয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালুর বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়, যেখানে নিয়োগপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগেও দলীয়করণের অভিযোগ করেন জামায়াত নেতারা। তাঁদের দাবি, প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় দায়িত্ব বণ্টন করা হলে কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। একইভাবে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা প্রদানের তালিকা তৈরিতে স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে প্রকৃত দায়িত্বপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে কেন্দ্র করে দালালচক্র, রোগী হয়রানি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অবৈধ অর্থ আদায় এবং চিকিৎসাসেবায় সিন্ডিকেটের অভিযোগও তুলে ধরা হয়। বক্তব্যে বলা হয়, হাসপাতাল থেকে রোগীদের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এসব অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও কার্যকর নজরদারির দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া হাসপাতালের একটি দালাল আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার অভিযোগও তুলে ধরা হয়।

কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা প্রসঙ্গে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মেহেরপুরে মারামারি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এসব অপরাধের পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিভিন্ন মহলের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে মাদক ব্যবসা ও অবৈধ জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়।

সুবিধা ও কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সংসদের ভেতরে আমরা বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হলেও সংসদের বাইরে আমরা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করুক, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। তবে জনগণের অধিকারও বাস্তবায়ন করতে হবে। সার, তেল ও গ্যাসসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিশ্চিত করে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করুক, এটাই আমাদের চাওয়া। তবে সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরালো ও গতিশীল হবে।

এছাড়াও এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো. খাইরুল বাশারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি মেনে নেওয়া হবে না, কঠোর অবস্থানে জেলা বিএনপি: কামরুল হাসান

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব রাখতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করেছে উপজেলা বিএনপি। আজ শুক্রবার সকালে জেলা বিএনপির তত্ত্বাবধানে ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন,

“হাসপাতালে কোনো ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অপরিচ্ছন্নতা মেনে নেওয়া হবে না। হাসপাতালকে দালালমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব করতে জেলা বিএনপি কঠোর অবস্থানে থাকবে। রোগীরা যাতে হয়রানিমুক্ত পরিবেশে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখব।”

এ সময় নেতাকর্মীরা হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।